আশা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কী আছে

তসলিমা নাসরিন

আমরা এখন এমন একটা দুঃসময়ের মধ্যে, যখন আশা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ এমন দৈত্যের মতো বাড়ছে, যে, এখনও যদি একে রোধ করা না যায়, তবে ছাড়খাড় হয়ে যাবে গোটা ভূখণ্ড। যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ নামের একটি দেশের জন্ম হয়েছিলো, সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। যে যুদ্ধাপরাধি মৌলবাদী শক্তি গর্তে লুকিয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, সেই শক্তি দিনে দিনে দেশকে একটি ইসলামি মৌলবাদী দেশ প্রায় বানিয়েই ফেলেছিল। দেশ নিয়ে আমাদের কারওর আর কোনও আশা ছিল না। এমন একটা হতাশার সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এলো শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। এই দলটির দিকে দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ, যারা মৌলবাদীদের কবল থেকে বাঁচতে চায় --- বড় আশায়, বড় ভরসায় তাকিয়ে আছে। আওয়ামি লিগ অতীতে মৌলবাদীদের সঙ্গে যেভাবে আঁতাত করেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে বলেছে কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি., তাতে এই দলের ওপর কারও আস্থা থাকার কথা নয়। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ এই দলকেই আজ জিতিয়ে এনেছে, কারণ এই দলটি বর্তমান রাজনীতির অন্যান্য দলের চেয়ে কম মন্দ। আওয়ামি লিগ এত ভোট পেত না এবারের নির্বাচনে যদি না সারা দেশ জুড়ে অরাজনৈতিক দলগুলো যুদ্ধাপরাধিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদে মুখর না হত, যদি এ মাসটা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর না হত।

দেশে সত্যিকার কোনও প্রগতিশীল দল না থাকার কারণে আওয়ামি লিগকে আগেও ভাবা হত, এখনও ভাবা হয় প্রগতিশীল, সেকুলার, অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদের বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু ছিয়ানব্বইএ ক্ষমতায় গিয়ে প্রগতিশীলতার পক্ষে খুব বেশি কিছু করেনি এই দল। এই তো ২০০৬ সালে, ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপটে, সন্ত্রাসে জনজীবন

যখন জর্জরিত আশা ছিল দেশটিতে আবার ধর্মনিরপেক্ষতা আনা, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার বন্ধ করা, ফতোয়াবাজদের ফতোয়া বন্ধ করা, মৌলবাদীদের দাপট বন্ধ করার বিরুদ্ধে হাসিনাই একমাত্র নেত্রী যিনি রুখে দাঁড়াতে পারেন, প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি যখন দেশটিকে ধ্বংস করে ফেলছে, তখন হাসিনার দিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকিয়ে ছিল দেশের মানুষ। সবাইকে স্তম্ভিত করে, স্থবির করে হাসিনা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফতোয়াবাজদের অধিকার দেবেন ফতোয়া দেবার। বললেন, তিনি মাদ্রাসাগুলোকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেবেন, ব্লাসফেমি আইন আনবেন, এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র বানিয়ে তবে ছাড়বেন। হাসিনা অবলীলায় হাত মিলিয়েছেন ইসলামী মৌলবাদী দলের নেতাদের সঙ্গে, দেশ জুড়ে ধর্মীয় সন্ত্রাস ছড়াতে যার জুড়ি নেই। কারও কি বিশ্বাস হয় এমন কথা!

আওয়ামি লীগ নামের দলটিকে মানুষ চিনতো প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে। অথচ একসময় আওয়ামি লীগই নিজের দলে আর মৌলবাদী দলে কোনও পার্থক্য রাখেনি। জামাতে ইসলামি, ইসলামি ঐক্যজোট, বিএনপি, আওয়ামি লীগ -- এইসব দলের মধ্যে নীতি ও আদর্শগতভাবে সত্যি কথা বলতে কী, খুব বেশি পার্থক্য নেই। আওয়ামি লিগ এবং বিএনপির অতীতের কাণ্ড দেখে এরকম মনে হয় যে আসলে ইসলামি মৌলবাদী দলগুলোর ক্ষমতায় আসার কোনও দরকার নেই। জামাতে ইসলামির স্বপ্ন ওরাই ভালো পুরণ করছে।

হাসিনা কি ফতোয়াবাজ বা সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের কোনও বিচার করেছেন, যখন ক্ষমতায় ছিলেন? না। ধর্মান্ধতায় থিকথিক করছে দেশ, রাজনৈতিক নেতারা, এমনকি আওয়ামি লিগের নেতারাও কে কতটা ধার্মিক, ধর্মের জন্য কে কতটা অবদান রেখেছেন,তার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন, তাতে কী হাল হবে দেশের, ভেবেছেন কেউ? রাজনীতিকরা না হয় গদিতে বসার আরাম কিছুদিন ভোগ করলেন। কিন্তু দুরবস্থা তো ধেয়ে আসছে মেয়েদের দিকে, সকলেই জানে। ধর্ম সবচেয়ে বেশি ভোগায় মেয়েদের। ধর্মের কারণে মেয়েদেরই জীবনভর ভুগতে হয়। রাষ্ট্রে সমাজে, আইনে পরিবারে ধর্মকে ডেকে আনা মানে নারীনির্যাতনকে সাদরে ডেকে আনা, নারীপুরুষে বৈষম্য ডেকে আনা, মেয়েদের বাল্যবিবাহকে, পুরুষের বহুবিবাহকে,

তথাকথিত ব্যাভিচারের নামে মেয়েদের পাথর ছুড়ে হত্যা করার আইন ডেকে আনা, বোরখা না পড়লে , স্বামীর অবাধ্য হলে, পিটিয়ে মারা ডেকে আনা, তালাক তালাক তিন তালাকের বীভৎসতা ডেকে আনা, মেয়েদের জন্য বন্দিত্ব, বেকারত্ব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দাসিত্ব আর দুর্ভোগ ডেকে আনা।

এবার হাসিনা মন্ত্রী পরিষদ যে গঠন করলেন, তাতে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, ফতোয়াবাজদের সঙ্গে আঁতাত ছেড়ে দুবছর পর তাঁর মন্ত্রী পরিষদে দেখতে পাচ্ছি খুব বড় বড় মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী সকলেই নারী। এর পরেও যদি আমাদের স্বপ্ন সঞ্চারিত না হয় তবে আর কবে?

কিন্তু প্রশ্ন হল, ধর্মভিত্তিক যে আইন বাংলাদেশে বিরাজ করছে, তাকে বিদেয় করে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনবেন কি হাসিনা? যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিল, এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসিনা মানুষের ভোট পেয়েছেন, সেই ধর্মনিরপেক্ষতা কি তিনি ফিরিয়ে আনবেন সংবিধানে? ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে তিনি কি সত্যিই কোনও ব্যবস্থা নেবেন? তবে এবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা যদি না করেন, আর চ্যালেঞ্জ না করেন মৌলবাদীদের, তবে হয়তো আগামি নির্বাচনে হাসিনাকে ত্যাগ করবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভোটাররা। জনগণ তখন বিএনপির ওপর ভরসা করবে। এরপর বিএনপি দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলে, মানুষ আওয়ামি লিগকে আবার নির্বাচিত করবে। এই-ই চক্রের মধ্যে খাবি খেতে থাকবে দেশ, যতদিন না একটা সত্যিকার প্রগতিশিল সেকুলার শক্তি উঠে আসবে। যে শক্তিই তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মতো মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু সেরকম কোনও শক্তির কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। তাই আওয়ামি লিগের ওপরই আমাদের ভরসা। এই দলটি যদি আপোসহীন থেকে যায়, এবং মুক্তিযুদ্ধের সেই আদর্শ রক্ষা করে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাঙালি জাতিয়তাবাদের আদর্শ,---তবে এ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের জন্যও তা উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে।

ধর্মবিধ্বস্ত দেশে এখন আমরা সাহসী নেতা বা নেত্রী চাই। ধর্ম ব্যবহার করে মূর্খদের ভোট পাওয়ার সস্তা নীতিতে অন্য দলগুলোর মতো আওয়ামী লিগে সিদ্ধহস্ত। আশা

নেই, তারপরও আশা করছি যে এই সরকারের বোধোদয় হবে, দেশকে অরাজকতা, অশান্তি, দূর্নীতি আর দুঃশাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় নামবে এই সরকার, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, দিকে দিকে মাদ্রাসা মসজিদ বানিয়ে, বা মৌলবাদের কারখানা বানিয়ে আর সর্বনাশ করবে না।

কিন্তু তা কি হবে? মৌলবাদের বিপক্ষে না হয় লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের সমর্থন পাওয়ার জন্য ইসলামের জিকির তুললে তার বিরুদ্ধে কে যাবে? ব্লাসফেমি করার বুকের পাটা তো কারও নেই। আর জিকির না থামালে তো সেই জিকির থেকেই মৌলবাদের জন্ম নেবে। ধর্মের পিঠেই তো মৌলবাদ সওয়ার হয়। তারপরও স্বপ্ন দেখছি, যে আওয়ামি লিগ *আমার মেয়েবেলা* নামের বইটি নিষিদ্ধ করেছিলো ক্ষমতায় থাকাকালীন, যে আওয়ামি লিগ আমার মা যখন অসুস্থ, এত দেশে ফিরতে চাইলাম, দেশে ফেরার অনুমতি দেয়নি। যে আওয়ামি লিগ আমার বাবার মৃত্যুশয্যায় যখন, তখনও একবার বাবাকে শেষ দেখা দেখার জন্য দেশে যেতে দেয়নি, সেই আওয়ামি লিগ কি এবার দেবে আমাকে দেশে ফিরতে? আমি আশা করছি, দেবে। না দেওয়ার মানেই তো এই যে, ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের খুশি করতে আগে যেমন চেয়েছিল এই দল, এখনও তাই চাইছে। তাহলে নতুন দিন আসার সম্ভাবনা কই রইলো, পুরোনো দিন নিয়েই বাংলাদেশ পড়ে থাকবে, মুক্তচিন্তার যেখানে কোনও ঠাঁই নেই।